

History Study Material

Dumkal College

Semester-6, Course-XIV

[Trend in World Politics from the First to the Second World War]

দ্বিমেরুকরণ এবং বিভিন্ন সামরিক ও অর্থনৈতিক জোট

(Bipolarism & Various Military and economic alliances)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্ব রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল দ্বিমেরুকরণ বা Bipolarism. বিশ্বের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলি এই সময়ে দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক দিকের শিবিরের নেতৃত্ব দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার প্রতিপক্ষ শিবিরের নেতৃত্বে ছিল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র। পশ্চিম ইউরোপের গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী দেশ সহ সমস্ত কমিউনিস্ট বিরোধী দেশ গুলি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন শিবির ভুক্ত। অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সহ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি ছিল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে। এই দুই শিবিরে বিভক্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে দ্বিপাক্ষিক রাজনীতি বা দ্বিমেরুকরণ বা দ্বিমেরুবাদ বলা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিশ্ব রাজনীতি ছিল বহু কেন্দ্রিক। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর বহু কেন্দ্রিক রাজনীতি দ্বিমেরু রাজনীতিতে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কিন্তু বোঝা যায় নি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক রাজনীতি এ ধরনের দুটি বলয়ে ভাগ হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই ইংল্যান্ড ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়েছিল। এ সময়ে অনেকেরই ধারণা ছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবে। কারণ আমেরিকা 'যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল 'মনরো নীতির' অনুসরণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অংশ নিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে নিজেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বলয় থেকে সরিয়ে নিয়ে তার বিচ্ছিন্নতাবাদ পররাষ্ট্র নীতিকেই পুনরায় অনুসরণ করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার দীর্ঘদিনের অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল। মার্কিন সরকার 'মনরো নীতি'-কে ত্যাগ করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ামক শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠায় যত্নবান

হয়েছিল। পুঁজিবাদী দুনিয়ার একচ্ছত্র নেতা হওয়ার বাসনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রভাবিত করেছিল। স্বাভাবিকভাবে মার্কিনদের স্বপ্ন পূরণের পথে তাদের প্রধান অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল কমিউনিস্ট সোভিয়েত রাশিয়া। কমিউনিজম্ মতবাদ যাতে ইউরোপ তথা বিশ্ব রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে না পারে যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নজর দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিটেনের পক্ষে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। গ্রীস ও তুরস্কে কমিউনিস্ট বিরোধী সরকারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার সামর্থ্য তখন ইংল্যান্ডের ছিল না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই সুযোগকে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করে নি। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান (Truman) ঘোষণা করেন, যে সব দেশে কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলন চলছে আমেরিকা তাদেরকে মুক্তহস্তে সাহায্য দেবে, যা 'ট্রুম্যান ডকট্রিন' নামে খ্যাত। ট্রুম্যানতত্ত্ব দ্বিমেরুবাদকে সজীব করেছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। পশ্চিম ইউরোপকে সাম্যবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা এবং নিজের ব্যবসা বাণিজ্যকে সুরক্ষার জন্য আমেরিকা এই অঞ্চলের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে সব ধরনের সাহায্য মুক্ত হাতে দিয়েছিল। কমিউনিস্ট প্রভাবকে প্রতিহত করার জন্য আমেরিকা NATO বা North Atlantic treaty organisation, SEATO বা South East Asian treaty organisation, CENTO বা Central treaty organisation প্রভৃতি সামরিক জোট গঠন করেছিল।

অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নও পিছিয়ে ছিল না। সে এই অবস্থার মোকাবিলার জন্য কমিউনিস্ট দেশগুলোর সঙ্গে নানা ধরনের অর্থনৈতিক ও সামরিক চুক্তি সম্পাদন করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে পশ্চিম ইউরোপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল পরিকল্পনার জবাব হিসাবে ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে COMECON (Council for Mutual Economic Assistance), গড়ে উঠেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোলাভ, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রুমেনিয়া এবং বুলগেরিয়াকে নিয়ে এই সংস্থা গড়ে উঠেছিল। ১৯৫০ সালে আলবেনিয়া এবং পূর্ব জার্মানি এই সংস্থায় যোগ দিয়েছিল। এছাড়া ন্যাটোর প্রত্যুত্তরে গঠন করে ওয়ারশ চুক্তি (Warsaw Pact), Cominform (Communist information Bureau) ইত্যাদি। এই সব চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্বিমেরুবাদ পরিপূর্ণ রূপ পায়।
